# পরিশিষ্ট

# পরিশিষ্ট

## ক. লোকসংগীত

### বিয়ের গান (ব্যাহা বাড়ির গান)

**১. কাশাই ভাজার গান ঃ**

কাশাই ভাজা কলাখান
তকে দিমুগে বহিন
বহিন তাহে নাগালে দেরী
কাশাই ভাজানে চলেন
কেনেগে বহিন
বহিন এতয় কেনে গে দেরী।

শব্দার্থ ঃ দিমু -দিব, কেনে - কেন, বহিন - বোন।

২. কাশাই বাটার গান ঃ

মায়ির সনার পিড়া
অগরগে চনদন।
উপর পিড়া কাশাই
মায়ির আছা করি বাটিয়ন।
যুগের কাশাই ছিটিকিয়ে না পড়িবে
বহিন মগার নয়ানে।

শব্দার্থ ঃ মায়ির - কন্যার, সনার - সোনার, বাটিয়ন - বাটা, নয়ানে - চোখে, বহিন মগা - পাত্রের।

**৩. নাপিতের উদ্দেশে গান ঃ**

নাউ মাঙবে ধুত্তিগে
নাউক দিমু
কালো ছাগলের ভুটিগে
নাউ মাঙেছে গুয়াগে

নাউক দিমু

কালো ছাগলের লাড়িগে।

শব্দার্থ ঃ নাউ - নাপিত, মাঙবে - চাইবে, দিমু - দিব, ভুটি - ভুরি, গুয়া - সুপারি, লাড়ি - নাড়ি।

**৪. কারুয়ার উদ্দেশে গান ঃ**

কারুয়া শালা
কী কাজ করলেগে বায়ো
যাদু নাগায় নাগায়
শমন করলেগে বায়ো
যাদু নাগায় নাগায়
শমন জুড়িলগে বায়ো।

শব্দার্থ ঃ কারুয়া - ঘটক, নাগায় - লাগায়, শমন - সম্বন্ধ।

**৫. বরের উদ্দেশে ব্যঙ্গ মূলক গান ঃ**

ও মোর মায়োগে
ধাই ধাই আকালটাত
বেহা দিলেন মোক।
বাফও কানা মাও কানা
কানা পাড়ার নোক
এত দুলাহা থাকিয়া
কানাট দিয়া মোক।

শব্দার্থ ঃ মায়ো - মা, ধাই ধাই - ভীষণ, আকাল - দুঃসময়, বেহা - বিয়ে, মোক - আমাকে, দুলাহা - বর, নোক - লোক।

**৬. বরযাত্রীর উদ্দেশে ব্যঙ্গমূলক গান ঃ**

বৈরাতি আইচে ভেল্লা
খাবা দিমু ঢেললা
বৈরাতি আইচে কম কম

খাবা দিমু আলুর দম
বৈরাতি আইচে ইতিংনি
খাবা দিমু খুদিকনি

শব্দার্থ ঃ বৈরাতি - বররাত্রীদের মধ্যে যে মহিলা বরণ করার কাজটি সম্পন্ন করেন, খাবা - খেতে, ভেল্লা - অনেক, ঢেলল। - ইটের টুকরো, খুদিক - চালের গুঁড়ো।

৭. **যৌতুক সম্পর্কিত গান ঃ**

সাইকেল লেলচিয়ার বেটা
সাইকেল দান চাহে
মোর বাফ মা কাঙালপরি
কেদু পাবে দিবে।
গাড়ি লেলচিয়ার বেটা
গাড়ি দান চাহে
মোর বাফ মা কাঙালপরি
কেদু পাবে দিবে।
আংটি লেলচিয়ার বেটা
আংটি দান চাহে
মোর বাফ মা কাঙালপরি
কেদু পাবে দিবে।

শব্দার্থ ঃ লেলচিয়া - লোভী, কাঙাল - ভিখারী কেদু - কোথায়।

৮. **সিঁদুর দেবার সময় গান ঃ**

কালো ধলো কোতর
দিল ছাড়িয়া
ওহি রসিয়া বাদে
ফেন্নিগে
ছিল তুই আকুয়ারি
ওই রসিয়া কলে
সিঁদুর দান

রসিয়া রসিয়া কলো ফেন্নিগে
ওসিয়া দামন পালো।

শব্দার্থ ঃ কোতর - পায়রা, আকুয়ারি - কুমারি, ওসিয়া - হাসি খুশি বর।

**৯. কন্যা বিদায়ের গান ঃ**

মোক গরিব নোকক সাতত
বেহা দিলগে
নেঙটর ঘরত বেহা দিলগে
দালান ঘরনি দেখেগে
নি যাম বায়োগে
কাকা মুই নি যামগে
তোর পাও ধরুগে
মুই নি যাম বায়োগে।

শব্দার্থ ঃ নোকক - লোক, সাতত - সঙ্গে, নেঙটর - ভিখারী, বেহা - বিয়ে, যাম - যাব, পাও - পা, মুই - আমি, ধরু - ধরি।

**মুখোশ নৃত্যের গান ঃ**

১. ন্যাংনাদা ন্যাংনাদা
তোর ভাতার
জরমের খোজা
এ্যাংনা খোপের
দুংনা যোপ
ঝালকি উঠায়
দেখিলে মোক।
চৈতা মাসের চৈতা কালী
জাংগত পড়িল
মাকুড়ার জালসি।

শব্দার্থ ঃ ভাতার - স্বামী, জরমের - জন্মের, খোজা - খোড়া, ঝালকি - কাপড়, জাংগত - উরু,

মাকুড়ার - মাকড়সার, জালসি - জাল।

২. অকি মোর মতন
চতুরি মায়া
এ সংসারে নাইগে
সকালে উঠিয়া
বাসি কাম করিয়া
ঐনে চড়াইসু মুই ভাত
তাহ নি উঠে মোর বেলা
অকি মোর মতন
চতুরি মায়া
এ সংসারে নাই।

শব্দার্থ ঃ চতুরি - চতুর, কাম - কাজ, চড়াইসু - চড়ানো, মুই - আমি।

(তথ্যদাতা ঃ ক্যাকারু সরকার (৬০), গ্রাম - খুনিয়াডাঙি,
থানা - কুশমণ্ডি, জেলা - দক্ষিণ দিনাজপুর।)

হালবহার গান ঃ

১. হালুয়া দাদাগে
কইনা দেখিয়া বেহা
দেগেদে
ছুণ্ডিলা যদু না
দেবু ত্যা
বুড়িলা জুটিয়া
দেগে দে।
হালুয়া দাদাগে
কইনা দেখিয়া বেহা

দেগে দে।

উঠ উঠ

বঁ বঁ বঁ ...।

শব্দার্থ ঃ হালুয়া - কৃষক, কইনা - কন্যা, বেহা - বিয়ে, ছুগুিলা - মেয়েদের, জুটিয়া - যোগাড়, দেগে - দ্যাও।

২. জলত ভাসে পানকুয়া

ডুবে আর কহেরে

লাগা পীরিত ছুটে

গেলেরে বনদু

মনট কেমন করেরে

উঠ উঠ

বঁ বঁ বঁ ...।

শব্দার্থ ঃ জলত - জলে, পানকুয়া -পানকৌরি, পীরিত - প্রেম।

(তথ্যদাতা ঃ খগেন বর্মণ (৬১), গ্রাম - লোহাগাড়া,

থানা - রায়গঞ্জ, জেলা - উত্তর দিনাজপুর।)

হোলির গান ঃ

১. কালো ডমুয়ানিগে

তোর মাতা নাহি ভালগে

তোর মুখ নাহি ভালগে

আলতা পিনে ওগে ডমুয়ানি

তোর পাও নাহি ভাল

কালো ডমুয়ানিগে

তোর মাতা নাহি ভালগে

হুলিরে

যুগী ছাড়া রা রা রা ...।

শব্দার্থ ঃ ডমুয়ানি - ডোমনি, মাতা - মাথা, পিনে - পরে, হুলি - হোলি।

২. চেংরি চল বাগানত
বাগানত যাহেনি
খিলাম আম
আগে কুকাম করিমগে চেংরি
পিছে খিলাম আম
চেংরি চল বাগানত
হুলিরে
যুগী ছারা রা রা রা ...।

শব্দার্থ ঃ চেংরি - যুবতী, বাগানত - বাগানে, খিলাম - খাওয়াব, কুকাম - খারাপ কাজ, পিছে - পরে।

(তথ্যদাতা ঃ জগেন বর্মণ (৬৫), গ্রাম - সোনাডাঙি,
থানা - রায়গঞ্জ, জেলা - উত্তর দিনাজপুর।)

হুকার গান ঃ

১. পারানের হুকারে
কি নাম রাখিলো তোর
ডাবারে।
হুকা গেল বৃন্দাবন
কুলি গেল শশুরবাড়ি
তামাক খাম কিসে।
পারানের হুকারে
কি নাম রাখিলো তোর
ডাবারে।
নুজা ভরা পানি
হুকার ভিতর গঙ্গা জল

ডাবাডুবু টানি
পারানের হুকারে
কি নাম রাখিলো তোর
ডাবারে।

শব্দার্থ ঃ ডাবা - ডাব, পারানের - প্রাণের, কুলি - কলকে, খাম - খাব।

(তথ্যদাতা ঃ শরৎ দেবশর্মা (৫৮), গ্রাম - মঙ্গলদহ,
থানা - কালিয়াগঞ্জ, জেলা - উত্তর দিনাজপুর।)

**চখচুনদির গান ঃ**

১. ছেলেটা বলছে - হায় হায় ওসিয়ানিট
মারিছে কাকড়
ওসিয়া করে নতর পতর
ওনা মালকি মালকি
কইনার হুরাগে।
মোর ভাঙিল কইশার খুয়া দাত
তোর পিছা করিম মুই
পতিরাজের হাটটাত।

মেয়েটা বলছে - পতিরাজের হাটতে যাছু
ধকরের বকনা পিরিত করেছু
পতিরাজের হাটতে যাছু।
চাল নাগিবে
ডাল নাগিবে
আর নাগিবে
জিরা মশলা।

শব্দার্থ ঃ ওসিয়ানি - হাসি খুশিতে ভরপুর যে নারী, কাকড় - কাকড়া, নতরপতর - নড়াচড়া, যাছু - যাচ্ছি,

পিরিত - প্রেম, নাগিবে - লাগবে।

(তথ্যদাতা ঃ কান্তি দেবশর্মা (৪০), গ্রাম - মঙ্গলদহ,
থানা - কালিয়াগঞ্জ, জেলা - উত্তর দিনাজপুর।)

**হুমাতার গান ঃ**

১.

সিমা তলা ধূল ধূল মাটি
ননদে ভাউজে গলার কাঠি
হো হো হো রে
ই চালের কদু
উ চালে গেল
আনধুনির গুহা দিয়া
ভুচিয়াল গেল।

শব্দার্থ ঃ সিমাতলা - সিম গাছের তলা, ননদে-ভাউজে - ননদ-বৌদি, আনধুনি - রাঁধুনি,
ভুচিয়াল -ভূমিকম্প।

২.

চাহা বেচি চাহা বেচি
চাহা ক্যানে গরম
চাহা বেচিটর সেতাংগে
মনে মনে শরম।

শব্দার্থ ঃ চাহা - চা, ক্যানে - কেন, সেতাংগে - শরীরে, শরম - লজ্জা।

(তথ্যদাতা ঃ সুরজিৎ দেবশর্মা (১৮), গ্রাম - মহিষবাথান,
শিতেল দেবশর্মা (১৭), গ্রাম - মহিষবাথান,
থানা - কুশমণ্ডি, জেলা - দক্ষিণ দিনাজপুর।)

**গ্রামঠাকুরের গান ঃ**

১.

আইসগে আই মাই
সাত গারাম পূজবা যাই
সাত গারাম পূজিতে

আসিল মেনকা
ধরম ঠাকুরের নামেরে
সদায় কীরতন বাজেরে
ধরম ঠাকুরের মহাশয়
যার পূজা আগত হয়।
উলু উলু উলু ...।

শব্দার্থ ঃ আইস - এসো, গারাম - গ্রাম, আসিল - আসল, ধরম - ধর্ম, সদায় - সব সময়, কীরতন - কীর্তন।

২. উঠ উঠ গায়ের গারাম ঠাকুর
গাও পূজা করিরে
আজানিতে পূজা করি
সুজানিতে নেও
উলু উলু উলু ...।

শব্দার্থ ঃ গায়ের - গ্রামের, গাও - গ্রাম।

(তথ্যদাতা ঃ চিন্তা বর্মণ (৪০), গ্রাম - মধুপুর,
আশা বর্মণ (৪৫), গ্রাম - সোনাডাঙি, থানা -
রায়গঞ্জ, জেলা - উত্তর দিনাজপুর।)

## খ. লোককথা

### একট নাউয়ের কাথা

একট বামন ছিল। আর একট নাউ ছিল। বামনটর নাম হচে নিমাই দত্ত। আর নাউটর নাম হচে হরু। দনজনার খুবে পীরিত। একদিন দনজনে একট বেহা বাড়ি যায়। নাউট দেখিল যে বেহা বাড়ির নোকলা বামনটক খুবে আদর করে। নাউট ভাবিল বামনটর আর মোর দনজনের ত এ্যাকে নেখাপড়া। তালে অক ক্যানে এত খাতির করেছ্যা। নাউট আর ভাবিল বামনট বেদ মনতর জানে। বামনট যদু মোক বেদ মনতর শিখায় দেয় তালে মোক বামনটর মত সবায় খাতির করবে। তালে মুই বামন হয়া যাম। অর মত বেহা বাড়ি যাম। বামনট তখুন নাউটক কহিল ঠিক ছ্যা তোক

মুই বেদ মনতর শিখায় দিছু। নাউট বেদ মনতর শিখিয়া দূরত চলে গেল। নাউট যে জাগাত গেল সেঠেকার নোকলাক জিগাস করিল ভাই মুই বামন, এঠে কুন বামন বাড়ি ছ্যা। পাড়াটর নোকলা কহিল ভাই এঠে একট বামন পরিবার ছ্যা। তুই সেঠে যাবা পারিস। নাউট বামনের বাড়িত যায়া কহিল মুই বামন, তমার বাড়ি থাকপা চাহাচু। তোর বাড়ির কাজলা করে দিম। বামনট দেখিল অয় যদু মোর বাড়ি থাকে তালে ত ভালয় হয়। মোর পূজা পানির অনেক কাজ ছ্যা। অক দিয়া করে লিম। বামনট কহিল ঠিক ছ্যা তুই মোর বাড়ি থাক।

বামনটর দুটা বেটি ছিল। নাউট বামনটর বড় বেটিক বেহা করবার জন্য পাড়ার নোকলাক কহিল। পাড়ার নোকলা তখুন বামনটক কহিল ঠাকুর তোর বড় বেটির সাতত তোর বাড়ির বামটর বেহা দিবা পারিস। তখুন বামুনট অর সাতত বড় বেটির বেহা দিলে। নাউট ভাবিল ছট বেটির বেহা হলেত জমি বাড়ি, বাগান বাড়ি ভাগ হয়া যাবে। তখুন নাউট বামুনটর ছট বেটিক বেহা করি বসিল। এদিক নাউট ছট বেটিক বেহা করার পর বড় বেটিক আর নি ভালোবাসে। অক মারধর করে। বেটিটর মা খুবে চিনতায় পড়ে গেল। এদিক বামন নিমাই দত্ত কাজের জন্নে নাউট যে জাগাত আসিছিল ঐ জাগাত আসিল। ঐ জাগাত আসে পাড়ার নোকলাক জিগাস করিল ভাই মুই বামন, এঠে কুন বামন পরিবার ছ্যা। পাড়ার নোকলা তখুন বামন পরিবারটর ঠিকানা কহে দিল। নিমাই বামনটর বাড়িত যায়া দেখে হরু নাউ বাড়ির দুয়ারত বসে ছ্যা। হরু নাউ তখুন নিমাই দত্তক দেখিয়া অর পাও পড়ে গেল। নিমাই দত্তক কহিল ভাই তুই কহিস না মুই বামনটর বাড়িত ছু বামন হয়া। বামুনটর বৌ নাউটর কাথাট শুনা পালে। তখুন বামুনটর বৌ চুপ করে নিমাই দত্তক কহিল ভাই তুই বামন, বেদ মনতর জানিস। মোর জুয়াইট মোর বড় বেটিক খুবে মারধর করে, তুই যদু মোক কুন মনতর কহে দিস। ঠিক ছ্যা মুই মনতর তোক কহে দিছু। তুই পরথমে কহবো জুয়াইটক গণ্ডোগোল করিস না, মোর যা ছ্যা সবেত তুই পাবো। তারপর তুই হাতখান উলটায় পালটায় কহবো —

আসিছিলু নিমাই দত্ত
কহে গেল তোর সব তত্য
তোর গুণ যে কেমুন
এমুন আর তেমুন।

তারপর ফের নাউট বামুনটর বড় বেটিক মারধর কলে বামুনটর বৌ কহিল বাপ মোর যা ছ্যা সবেত তোর। এড কাথার পর বামুনটর বৌ মনতরট কহিল। এড মনতর শুনে নাউট ভাবিল মোরত সব কাথা জানে গেল। এ

ড মনতরটর জন্নে বামুনটর বাড়ি শান্তি হয়া গেল।

শব্দার্থ ঃ বামন - ব্রাহ্মণ, নাউ - নাপিত, দনজনে - দুইজনে, মনতর - মন্ত্র, বেহা - বিয়ে, জিগাস - জিজ্ঞেস, পরথমে - প্রথমে।

(তথ্যদাতা ঃ প্রফুল্ল বর্মণ (৫১), গ্রাম - কৃষ্ণবাটী,
থানা - হেমতাবাদ, জেলা - উত্তর দিনাজপুর।)

## গ. লৌকিক ছড়া

### ১. শিশুকে ঘুমপাড়ানিবিষয়ক লৌকিক ছড়া

ক. ভেতকান্দি ভেতকান্দি
নিনদারে নিনদারে
খাবার পাইসাদে
তোর মা গিসে হাট করিবা
কহে দিবাদে।
ভেতকান্দি ভেতকান্দি
নিনদারে নিনদারে।

শব্দার্থ - ভেতকান্দি - যে শিশু কথায় কথায় কাঁদে, নিনদারে - ঘুম।

খ. নিন্দো যা নিন্দো যা
ভাকুরের ছুয়া
তোর মা হাট গিসে
কিনে আনিবে মালপুয়া।

শব্দার্থ ঃ নিন্দো - ঘুম, ভাকুরের - আদরের, মালপুয়া - ছানার জিলিপি।

২. **প্রাণিবিষয়ক লৌকিক ছড়া ঃ**

ক. ডিনডইয়ের মাছ
ডিহিরিত যায়
হেন নিতে তেন
তিন আঙুল ডিহিরির মুখ
চিতল ঢুকিল কেন।

শব্দার্থ ঃ ডিনডই/ডিহিরি - মাছ ধরার ফাঁদ, ঢুকিল - প্রবেশ।

৩. **হাটবিষয়ক লৌকিক ছড়া ঃ**

ক. শিলুক শিলকানি
নাকত দড়ি
পিটত ঘাউ
হাট যাছে কেকারুর মাও।

শব্দার্থ ঃ নাকত - নাকে, পিটত - পিঠে, ঘাউ - মুষ্টিবদ্ধ করে যেখানে দাড়িপাল্লা ধরা হয়।

৪. **মেলাবিষয়ক লৌকিক ছড়া ঃ**

ক. ঠাকুর বাড়ি ঠেলাঠেলি
লোকের নাই শেষ
মুষুল ধারে বৃষ্টি হচে
ভাসে যায় দেশ।

শব্দার্থ ঃ ঠাকুরবাড়ি - রায়গঞ্জ থানার একটি গ্রাম।

৫. **খাবার বিষয়ক লৌকিক ছড়া ঃ**

ক. রস লুটে রসিয়ায়

ভমরায় লুটে মধু
গাইন বাইন ছকরা খায়
চালের ঝুলা কদু।

শব্দার্থ ঃ ভমরা - মৌমাছি, ছকরা - ছেলে, কদু - লাউ।

৬. **প্রেমবিষয়ক লৌকিক ছড়া ঃ**

ক. সিরি সিরি বাতাস বহে
উড়ায় মাথার কেশ
না জানু বনদুট মোর
দেখিল কুন কুন দেশ।

শব্দার্থ ঃ বনদু - বন্ধু, দেখিল - দেখল।

খ. পছিম দিককার ছুয়ালার
বড় বড় চোখ
আলহায় খালে ঘিভাত
আলহায় লাগিল ভোগ।

শব্দার্থ ঃ পছিম - পশ্চিম, ছুয়ালার - ছেলেগুলোর, আলহায় - এখন, ভোগ - ক্ষুধা।

৭. **দুঃখবিষয়ক লৌকিক ছড়া ঃ**

ক. আশি বুড়হার কাশি
চুরাশিত দিল পাও
তাহ নি পালায়
হাঁটুর ঘাউ।

শব্দার্থ ঃ বুড়হার - বৃদ্ধের, চুরাশিত - চুরাশি বছরে, ঘাউ - ঘা।

৮. **হাস্য-কৌতুকবিষয়ক লৌকিক ছড়া ঃ**

ক. এক ঘেগ দুই ঘেগ
ঘেগাচারি
ঘেগার উপর চড়িয়া দেখিচি
আইগঞ্জের কাছারি।
আইগঞ্জের চাউল ডাউল
মজলিসপুরের খড়ি
ডালিম গাঁর ঢপা বেগুন
কী মজা তরকারী।

শব্দার্থ ঃ ঘেগাচারি - চৌকি, আইগঞ্জের - রায়গঞ্জের, চাউল - চাল, ডাউল - ডাল, ডালিমগাঁ - কালিয়াগঞ্জ থানার একটি গ্রাম, মজলিসপুর - কালিয়াগঞ্জ থানার একটি গ্রাম, ঢপা বেগুন - মোটা বেগুন।

**ঘ. লৌকিক ধাঁধা ঃ**

১. প্রাণিসংক্রান্ত লৌকিক ধাঁধা ঃ

ক. কাঠের দেহা রবারের সিং
হাতত উঠাইলে পারে নিন। উত্তর ঃ শামুক।

শব্দার্থ ঃ দেহা - দেহ, হাতত - হাতে, রবারের সিং - শুর, নিন - নিদ্রা।

খ. শলার মত ভাসে
পাথরের মত ডুবে। উত্তর ঃ ব্যাঙ।

শব্দার্থ ঃ শলা - শোলা।

গ. আজার বেটা ধনদোল পেটি
বিন কদালে খুড়ে মাটি। উত্তর ঃ শুহোর (শূকর)।

শব্দার্থ ঃ আজা - রাজা, ধনদোল পেটি - মোটা পেট, বিন কদালে - কোদাল ছাড়া।

**২. বৃক্ষসংক্রান্ত লৌকিক ধাঁধা ঃ**

ক. খুটার গাই মাটির বাছুর
দুধ খায় চুপুর চুপুর। উত্তর ঃ খিজুর গাচ (খেজুর গাছ)।

শব্দার্থ ঃ খুটার গাই - খেজুর গাছ, মাটির বাছুর - মাটির হাঁড়ি।

খ. বৈরাগীর ব্যাটা আছা
গুয়া দিয়া বেড়ায় কচা
মুখ দিয়া বেড়ায় ছাও
এই কাথার উত্তর দিয়া
ভিখা নিয়া যাও। উত্তর ঃ কলোর গাচ (কলার গাছ)।

শব্দার্থ ঃ আছা - ভাল, গুয়া - গুহ্যদ্বার, বাচা - সন্তান, ছাও - মোচা, ভিখা - ভিক্ষা, উতর - উত্তর।

**৩. ফলসংক্রান্ত লৌকিক ধাঁধা ঃ**

ক. উপর ত্যা পড়িল ধূম
ধূম কহে মোর কোটিখান সুং। উত্তর ঃ আম।

শব্দার্থ ঃ ধূম - আম, মোর - আমার, কোটিখান - পশ্চাদেশ, সুং - গন্ধ নেওয়া।

খ. উপর থাকি পউল খচা
সেই খচাট খাবার মজা। উত্তর ঃ সজনা (সজনে)।

শব্দার্থ ঃ পউল - পড়ল, খচা - লাঠির মতো।

গ. উপরতি ঝাবার ঝুবুর
তলতি ডাং
যাহেনি বলবা পারে
তার বাপ গলাম। উত্তর ঃ মুলাই (মূলো)।

শব্দার্থ ঃ উপরতি - উপরে, ঝাবার ঝুপুর - ছড়ানো, তলতি - তলে, ডাং - লাঠি বিশেষ।

**৪. খাদ্যবস্তুসংক্রান্ত লৌকিক ধাঁধা ঃ**

ক. চারপাকে টাটির বেড়া
মধ্যপাকে জলের ধারা। উত্তর ঃ ডিমা (ডিম)।

শব্দার্থ ঃ চারপাকে - চারিদিকে, টাটির বেড়া - বাঁশের বেড়া, মধ্যপাকে - মাঝখানে।

খ. ইসকিটি বিসকিটি
নাহি চেসা নাহি বিচি। উত্তর ঃ নুন (লবণ)।

শব্দার্থ ঃ ইসকিটি বিসকিটি - কৌতুক অর্থে, চেসা - ছাল, বিচি - বীজ।

গ. কাজে নাগে
ভোজেতে নাগে
তিন ত্যা আছড়াই
তাহ নি ভাঙে। উত্তর ঃ গুয়া (সুপারি)।

শব্দার্থ ঃ নাগে - লাগে, ভোজে - খাওয়াতে, আছড়াই - শক্তি প্রয়োগ অর্থে।

**৫. দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার সংক্রান্ত লৌকিক ধাঁধা ঃ**

ক. আপি আপি আপি
দনপায়ে চাপি। উত্তর ঃ মই।

শব্দার্থ ঃ আপি - উঠি, দন - দুই।

খ. দিন করে টপলা
রাইত করে ভপলা। উত্তর ঃ মুশুরি (মশারি)।

শব্দার্থ ঃ টপলা - গুচ্ছ, ভপলা - খোলা।

গ. দিন করি সলসল
রাইত করি টপলা। উত্তর ঃ দড়ি।

শব্দার্থ ঃ সলসল - লম্বা, টপলা - গুচ্ছ।

ঘ. আছাড় দিলে নি ভাঙবে
টিপ দিলে ভাঙবে। উত্তর ঃ ভাত।

শব্দার্থ ঃ আছাড় - ছুড়ে দেওয়া অর্থে, টিপ - চাপ।

ঙ. ডুব ডুব ডুবতে যায়
দুইট আল বানবা যায়। উত্তর ঃ হাল।

শব্দার্থ ঃ বানবা - তৈরি।

চ. একট বকরির তিনট মাতা
বকরি খায় নতাপাতা। উত্তর ঃ চুলহা (উনুন)।

শব্দার্থ ঃ বকরি - ছাগল, তিন ট - তিনটি, নতাপাতা - গাছের পাতা।

৬. মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গসংক্রান্ত লৌকিক ধাঁধা ঃ

ক. এক হাত গাচট
ফল ধরে পাঁচট। উত্তর ঃ একট হাত, পাচট নাঙুল
(একটি হাত, পাঁচটি আঙুল)।

শব্দার্থ ঃ গাচট - গাছটা, পাঁচট - পাঁচটা।

খ. একট পেটতে দুইট ভাই
কার সাতত কার দেখা নাই
এয় কানলে অয় কানে। উত্তর ঃ চখু (চোখ)।

শব্দার্থ ঃ একট - একটা, পেটতে - পেটে, দুইট - দুইটা, সাতত - সঙ্গে, এয় - এ, অয় - ও, কানে - কাঁদে।

গ. ঝলকানি পানি
টুপিত থুয়ে। উত্তর ঃ নাক।

শব্দার্থ ঃ ঝল্কানি পানি - পরিষ্কার জল, টুপিত - ঢাকনা অর্থে, থুয়ে - রাখে।

## ঙ. লৌকিক প্রবাদ ঃ

১. বার ঘর মসা
তের ঘর মসি।

**শব্দার্থ ঃ মসা - মেসো মশায়, মসি - মাসি।**

২. বসফা জানলে
মাটি খানে পিড়া।

শব্দার্থ ঃ বসফা - বসতে, পিড়া - বসার আসন।

৩. কাথারে লয় সয়
ভাঙি দিবা হয়।

শব্দার্থ ঃ কাথারে - কথায়, লয় সয় - সন্দেহ, ভাঙি - ভেঙে, দিবা - দিতে।

৪. কী কহোম তোক
শরম নাগেছে মোক।

শব্দার্থ ঃ কহোম - বলব, শরম - লজ্জা, নাগেছে - লাগছে।

৫. আস্তে আস্তে যাবো
পরে জিনিসের সাদ পাবো।

শব্দার্থ ঃ যাবো - যাবে, সাদ - অনুভব, পাবো - পাবে।

৬. চটপট করিসত করিস
নিকরলে ন্যারা কাটিস।

শব্দার্থ ঃ চটপট - তাড়াতাড়ি, ন্যারা - অকাজের কাজ করা।

৭. ডাব বড় ডিব বড়

কানা গরুর কাথা বড়।

শব্দার্থ ঃ ডাব-ডিব - বড় বড় কথা।

৮. পানি শালা টিকিবালা

পান খায় পাইসা বালা।

শব্দার্থ ঃ পাইসা বালা - ধনী।

৯. ধকরা একখান

দিন হইল অবসান।

শব্দার্থ ঃ ধকরা - পাটের তৈরি শতরঞ্চি, একখান - একটা।

১০. হালকনু ফালকনু

বেহা করে জঞ্জাল করনু।

শব্দার্থ ঃ বেহা - বিয়ে, জঞ্জাল - সর্বনাশ।

১১. চোদে না বোদে

মোর নাম সুহাগু।

শব্দার্থ ঃ চোদে না বোদে - কেউ পাত্তা দেয় না, মোর - আমার।

১২. নাচপা নিজানলে

মাণ্ডিয়ার দোষ।

শব্দার্থ ঃ নাচপা - নাচতে, মাণ্ডিয়ার - মালিকের।

১৩. আকাল খাকাল

তুই মোগি মোর সবকাল।

শব্দার্থ ঃ মোগি - স্ত্রী, সবকাল - চিরকাল।

১৪. মানসের হাল

নিজের কাল।

শব্দার্থ ঃ মানসের - মানুষের, হাল - অবজ্ঞা, কাল - বিপদ।

১৫. যেন্না আত

ওন্না কাত।

শব্দার্থ ঃ যেন্না - যেখানে, আত - রাত, ওন্না - ওখানে, কাত - ঘুমানো।

১৬. ভাত খালু

পাত কানা করলু।

শব্দার্থ ঃ খালু - খেলে, পাত কানা - নিন্দা করা অর্থে।

১৭. ঘুঘুর ঘুঘ

পেটের দুখ।

শব্দার্থ ঃ দুখ - অভাব।

১৮. যাহে নি খায় হকা

তাহে খায় ভচা।

শব্দার্থ ঃ যাহে - যে, হকা - হুকা, ভচা - বিড়ি।

১৯. নাগলে ছপর ফাটা

নিনাগলে ফকির।

শব্দার্থ ঃ ছপর কাটা - ভাগ্য ভালো, নাগলে - লাগলে, ফকির - ভিখারী।

২০. কাথায় হলদল

বচনের মধু

বাড়িত যায়া দেক

পচকটা কদু।

শব্দার্থ ঃ কাথায় - কথায়, হলদল - বড় বড়, দেক - দেখ, পচকটা কদু - পচা লাউ।

২১. ছট নক বড় হয়
ভড়ুয়াত চরি হাগবা যায়।

শব্দার্থ ঃ নক - লোক, ভড়ুয়াত - মাটি বহা ডালি, হাগবা - মলত্যাগ।

২২. যদু হয় হীন
বুড়া গোরু কিন।

শব্দার্থ ঃ যদু - যদি, বুড়া - বৃদ্ধ, কিন - ক্রয়।

## চ. লোকনাট্য

### সতী হ্যাবলা

পালায় অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিগণ ঃ

১. হাতি সাহা ২. সতীর মা ৩. সতী ৪. ছনছনি ৫. হ্যাবলা ৬. মাস্টার
৭. সুমিত্রা ৮. সাধু ৯. কানদুয়া ১০. চৌকিদার ১১. গোণ্ডোগোল।

১. বন্দনা ঃ

শুন ভারতবাসীগণ
বন্দি প্রভু নিরঞ্জন
আদি গুরু মাতা পিতা
বন্দি যত ভবের দেবতা।
পুরবে বন্দনা করি
ধর্ম ঠাকুরের চরণ বন্দি
ধর্ম ঠাকুরের দুই চরণে

শতেক পরনাম করি।
উতরে বন্দনা করি
কালী মায়ের চরণ বন্দি
কালী মায়ের দুই চরণে
শতেক পরনাম করি।
পছিমে বন্দনা করি
পীর সাহেবের চরণ বন্দি
পীর সাহেবের দুই চরণে
হাজার সালাম করি।
দখিনে বন্দনা করি
গঙ্গা মায়ের চরণ বন্দি
গঙ্গা মায়ের দুই চরণে
শতেক পরনাম করি।

২. **প্রথম দৃশ্য ঃ**

হাতি সাহা কহে, মোর নাম বাপু হাতি সাহা। যাই হোক এই যে হামরা দুটা বুড়া আর বুড়ি। আর বাপু দুংনা ছুয়া। এংনা বেটা আর এংনা বেটি। বেটিংনার নাম সতীবালা আর বেটাংনার নাম হচে গণ্ডোগোল। গণ্ডোগোল নাম হইল ক্যানে এই যে বাপু ট হবার সময় এত গণ্ডোগোল, কেহ কহচে যে হাসপাতাল নিজাবা হোবে আর কেহ কহচে গারামের ডাকতরটর নি আইস। এই নিয়ে বাপু গণ্ডোগোল, গণ্ডোগোলটর মদ্দেই বাপু ছুয়াংনা হইয়ে গেল। এখন করে যুগ হচে বাপু নেখাপড়ার যুগ। সেই কুনরকমে নেখাপড়াংনা করবায় হচে। সতীর মায়ে কি করে ছুয়ালাক ইসকুল পাঠাল, না নি পাঠাল, ডাকি দুখুং ত। কাহারে নদারি।

৩. নদারির প্রবেশ - সতীক ডাক দিল।

৪. সতীর মায়ের গান - কী করে বেড়াছি বেটি সকালে উঠিয়া। হয়াছে ইসকুলের বেলা। যাব তুই কুন বেলা। আন্ধা বারা হয়াছে। জাগে বেটি সিনান করিবা। জায়া ওগে বেটি ইসকুল পড়িবা যা।

৫. সতীর গান - ইসকুলের কাথা মাগে মকে কহিস না। নাই হয় নাই হয়। মাগে ইসকুলের বেলা।

৬. ছনছনির প্রবেশ - মুইত হনু দুখিয়া মানুষ। মুড়িয় বেচিবা যাবা হয়। আয় বেটা হ্যাবলা পারোইটার বাড়ি। গেলে নাই ডাকি। দেখুং ত কাহারে বেটা হ্যাবলা।

৭. ছনছনির গান - যারে যারে বেটা পারোইটার বাড়ি। সকালে না যারে বেটা না করিস দেরি। ওনা আর কয়েকদিন করেক চাকিরি। আর সালে করিম হাল গিরস্তি। সকালে যারে বেটা না করিস দেরি।

৮. হ্যাবলার গান - যাবায় নিত ম্যানায় মাগে পারোইটার বাড়ি। সবায় না কহে মাগে মায়াটার ভাণ্ডারি। ওনা হেমুন মন মোর করে গে বায়ো। দিম নাকি বারি গটা চারি। কানদেছে মাগে মোর মুখের হাসি। (প্রস্থান)

৯. সতীর গান - আজি সিনান করিবা যাছু এখলা সতী হায় দারুণ বিধি। মন কান্দেছে মোর দিবারে নিশি। ওনা দিবা নিশি মন কান্দেছে। ভালয় নাগে না দারুণ বিধুতা। মন কান্দেছেরে মোর পড়া যায় হিয়া।

১০. সতীর গান শুনে হ্যাবলা চলে আসিল। এরপর দনজনে বাড়িত চলে গেল।

১১. বিনত মাস্টারের প্রবেশ - বিনত মাস্টার, মাস্টারনি সুমিত্রাক ডাক দিল।

১২. বিনত মাস্টারের গান - শুন শুন সুমিত্রারে বলি তুমারে। হয়াছে ইসকুলের বেলা খাওয়া দে আনিয়ে। ওনা ইসকুলের আইন হয়াছে কড়া। দেখিব ডিউটির খাতা। একদিন না ইসকুল গেলে দশ টাকা জরিমানা।

১৩. সুমিত্রার গান - না নাগে যাবাহে স্বামী ইসকুল পড়াবা। একলা ঘরত ওহে স্বামী রহিবায় পারিম না। ওনা ঘরত নাই মোর শাশুড়ি মাতা। কার সাতত করিম মুই সারা বলা। তুমাকে না দেখু স্বামী বেজাই জরমের আটকুড়া।

১৪. সুমিত্রার দেওয়া খাবার খেয়ে বিনত মাস্টার ও সুমিত্রার প্রস্থান।

১৫. আসিনু ও গেনুর দুজনের প্রবেশ ও গান - ইসকুলে না যাছি হামরা সতীর নাগিয়া। আইতে দিনে মনে পড়ে সতীর কাথালা। ওনা সতী যদি করে পিরতি। করোক না সতী এজেস্টারি। কতলা খাবে সতী পান সিগার বিড়ি।

১৬. আসিনু ও গেনুর গান দিয়ে প্রস্থান।

১৭. সতী ও হ্যাবলা ইসকুলে যাবার পথে সতীর গান - মুই হনু ইসকুলের ছাত্রি। তুই মোর দপ্তরি। চল যাইগে চল যাইগে দাদা না করিস দেরি। ওনা ইসকুলের আইন হয়াছে কড়া। ঘন্টায় ঘন্টায় মাস্টার ন্যাছে পড়া। বেশি বেলা হইলে দাদা ভর্তি করিবে না।

১৮. স্কুলের ছুটি হলে সকলে বাড়ি চলে এল।

১৯. সতীর মায়ের প্রবেশ। সতীকে ডাক দিয়ে সতীর কাছে গান - কী করে বেড়াছিস বেটি সকালে উঠিয়া। হ্যাবলাক নইয়া বেটি যা ছাগল বান্দিবা। ওনা মুই জুরেছু ধানের বাহিরা। গবর গুয়ালা ছ্যা ফেলাবা। হ্যাবলাক নিয়া গে বেটি ছাগল বান্দিবা যা।

২০. সতী হ্যাবলাক নিয়া ছাগল বানবা গেল।

২১. সতীর গান - আজি ছাগলগুলারে নইয়া মোর হয়াছে জানতনা। দারুণ বিধুতা সুনদর ছাগলগুলারে মুই বান্ধিম কুনঠিমা। ওনা মনের আগুন জলে। তিরগুণ জল দিলেও নিভে না। দারুণ বিধুতা মন কান্দেছেরে মোর পড়া যায় হিয়া।

২২. হ্যাবলা সতীক কহিল তোর ছাগলট আর মোর ছাগল কি এই হিসাবে ঠাটা করিল।

২৩. সতীর গান - আজি ঐরকম করিয়া দাদা না করিস ঠাটা। ও মোর দাদাগে নোকে দেখিলে দাদা ঘসনা করিবে। ওনা দূর হতে ওগে দাদা নোকে দেখিবে। ও মোর দাদা গে নোকে দেখিলে দাদা

ঘসনা করিবে।

২৪. ছাগল বেঁধে সতী ও হ্যাবলার প্রস্থান। এবার মাস্টার আড়াল থেকে মঞ্চে দাঁড়িয়ে বলছে সতী আজ তোমাকে আমি প্রেমের কথা বলব। তোমার রূপ দেখে আমার মন চঞ্চলিত। এখানে একটা মা কালী আছে। আমি মা কালীর কাছে মানত করব। মানত করে যেন তুমি আমার সঙ্গী হয়ে থাক।

২৫. মাস্টারের গান - ধরম ঠাকুরক হাতিস মানুং পাঠা। সতী নারীট মিলাই দিলে দিম হরিনোট সেবা। ওনা মা মুই করেছু মানসা, মা মুই করেছু মানসা। সতী নারীট মিলাই দিলে দিম জরা পাঠা।

২৬. গান শেষ করে বাড়ি গিয়ে মাস্টার সুমিত্রাকে ডাকল এবং সুমিত্রার কাছে খাওয়ার চাইল।

২৭. সুমিত্রার গান - বারে বারে ওগো স্বামী মকে ডাকেন না। এত সকালে কী কাম যাছে বয়া। ওনা মুই জুরেছু ধানের বাহিরা। গবর গুয়ালা ছ্যা ফেলিবা। কী খাওয়া খাবেন স্বামী খায় নিজে নইয়া।

২৮. মাস্টারের গান - শুন শুন সুমিত্রারে তুই সারাবুনি বেশি। আর কয়েক দিন সবুর করেক আনিম তোর সতিনি। ওনা এবার কে ছ্যা আটকুরা সুমিত্রারে হবে তোর পরীক্ষা। বাড়িত বসিয়ারে তোর করিম পরীক্ষা।

২৯. এই কথা বলে মাস্টার ইস্কুলে চলে গেল।

৩০. সতী ও হ্যাবলার স্কুলে যাওয়ার পথে এক সাধুর সঙ্গে হ্যাবলার ধাক্কা লাগলে সাধু সতীকে অভিশাপ দেন।

৩১. সতীর গান - মাপ করিবেন সাধু বাবা করিবেন মার্জনা। মুই হনু শিশুমতি কিছুই জানুং না। ওনা পায় ধরিয়া কহেছু সাধু বাবা। অভাগুনিকে কর দয়া। মুই হনু শিশুমতি কিছুই জানুং না।

৩২. সাধু কোনো কথা না শুনে সতীকে অভিশাপ দিল। সতীকে হ্যাবলা স্কুলে নিয়ে গেল।

৩৩. সতীর গান - ভগবানটর উপরে মুই করেছু ভরসা। বিধুতার নেখা ও মোর খণ্ডন হোবে কিনা। ওনা মুই মনে করু ধারণা। বিধুতার নেখা বুঝি খণ্ডন হোবে না।

৩৪. স্কুলের সকলকে মাস্টার ছুটি দিয়ে দিল। কিন্তু সতীকে ছুটি না দিয়ে মাস্টার তাঁর মনের কথা বলল।

৩৫. মাস্টারের গান - শুন শুন ওরে সতী বলি তুমারে। বলিতে সে সব কথা মুখে না আসে। ওনা দিবা নিশি দেখেছু সপন। দেখেছু মাই তোর দেহার গঠন। কী যে ভগবান তোক দিছে জনম।

৩৬. সতীর গান - ইসারাতে মাস্টারবাবু কহেছেন কাথা। কিবা কিবা কহেন কাথা বুঝিবায় পারু না। ওনা কাথা কহেছেন ঝাপোয়া কাথা কহনা খুলিয়া। ভাঙিয়া না কহিলে কাথা বুঝিবায় পারিম না।

৩৭. মাস্টারের গান - তুই বড় সুন্দর সতী সূর্যের কিরণ। তোর রূপে ওরে সতী মুই হনু পাগল। ওনা সতীরে তুই পুনিমার চান, সতী তুই পুনিমার চান। তোর রূপে ওরে সতী মুই হনুরে পাগল।

৩৮. সতীর গান - মাস্টার সাজিয়ান বটে পড়াছেন বই পুস্তক। আজি কেন দেখি মাস্টার চোরের মত নজর। ওনা তমরায় করেছেন মাস্টারি পনা। তমরায় শেখাছেন নেখাপড়া। তমাক না ওহে মাস্টার এরূপ সাজে না।

৩৯. কিন্তু হ্যাবলা এই ঘটনা মেনে নিতে না পারার জন্য মাস্টারকে অপমান করে। এজন্য মাস্টার হ্যাবলাকে খুবই প্রহার করে।

৪০. হ্যাবলার গান - পায় ধরিয়া মাস্টারবাবু বলি তুমারে। মাস্টারবাবুহে বিনা দোষে মাস্টার না মার আমাকে। ওনা মুই বড় দুখিয়া। মাস্টার করেছু চাকিরি। মাস্টারবাবুহে, বাবা মরিয়া মাস্টার, মা হয়াছে আণ্ডি।

৪১. সতীর গান - মাপ করিবেন মাস্টারবাবু করিবেন মার্জনা। মাস্টারবাবুহে দাদাক ছাড়িয়া

মাস্টার মার আমাকে। ওনা বিচার করিয়া দেখ মাস্টার। মুই হনু দুখি, মাস্টারবাবুহে। বাপ শুনিলে মাস্টার পারাবে গালি।

(সতী ও হ্যাবলার প্রস্থান)

৪২. হ্যাবলার মা ছনছনি মুড়ি বদলাতে গ্রামে যাচ্ছে। হ্যাবলা বাড়ি গেল। নোকক জিগাসা করিল মোর মা কুনা গেল গে। পাড়ার নোক কহিল তোর মা মুড়ি বদলাবা গেল। এ শুনে হ্যাবলা মায়ের পিছত পিছত ধাওয়া করিল। তারপর আধেক রাসতাত দেখা হইল।

৪৩. হ্যাবলার গান - ওনা কি শুনিবু ওগে মায়ো দেহাটায় দেখেক না। ও মোর মায়োগে। সতীর বাদে মাস্টার ডাঙাইসে মোকে। ওনা ভোকে শুকায়া থাকিম মাগে। নাই করিম চাকিরি। ও মোর মায়ো গে। সতীর বাদে মাস্টার ডাঙাই সে মোকে।

৪৪. সতী হ্যাবলাক কহিল বেটা বাড়িত যা। আর সতীর বাদে জেখুন মাইর খালু তে সতীক দিহি নে তোক বেহা দিমতে ছাড়িম।

(দু-মা-বেটার প্রস্থান)

৪৫. হাতি সাহার প্রবেশ - সতীর মাক ডাকিল। সতী বাড়িত আসে ইসকুলের সব কাথালা বাপক কহিল। হাতি সাহা সতীর মাক কহিল আই সতীর মা বারঘোরিয়া আসিলে বেহা দিম। মোক একনো বেজায় জুয়াইর বাড়ি যাবা মেনায়।

(হাতি সাহা ও সতীর মার প্রস্থান)

৪৬. কানদুয়ার প্রবেশ - কানদুয়া তার বউয়ের সাতত কাথা কবার সময় হ্যাবলার মা ছনছনি আসিল।

৪৭. ছনছনির গান - তোর বাড়ি আসিনু দাদা বড়য় আশা করিয়া। তুই নাকি পারিবু দাদা কারুয়া সাজিবা। ওনা ও তুই যা তাড়াতাড়ি। ও তুই না করিস দেরি। কইনা জুড়িবা যা তুই হাতি সাহার বাড়ি।

৪৮. কানদুয়া কহিল - বহিন তুই বাড়ি যা। আর মুই এখুনেই হাতি সাহার বাড়ি যাছুং। সেখান কাম নি করিবার সেখান কাম করিমকেই। যার জন্যেই মোর নাম কানদুয়া।

(দুজনের প্রস্থান)

৪৯. হাতি সাহার প্রবেশ - হাতি সাহা অর বউক কহিল আই নদারি বারঘোরিয়া আসিল না, সতীক বেহাই দিম। এই কাথা কহতে কহতে কানদুয়া আসিল।

৫০. কানদুয়ার গান - তোর বাড়ি আসিনু সাহাদা বরয় আশা করিয়া। তোর বাড়ি আসিনু ও মুই কারুয়া সাজিবা। ও মুই বড়য় আশা করিয়া দাদা আসিনু তোর বাড়ি। তোর ঘরত ছ্যা বেটি বেহাবু নাকি।

৫১. হাতি সাহার গান - শুনেক শুনেক কানদুয়া দা শুন মোর কাথা। মোর মনের আশা দাদা তুহেগে পুরা। ওনা ছট থাকি মানুষ করিনু নাম রাখিনু সতী নারী। বেহাই না দিলেরে মুই যাম জুয়াইর বাড়ি।

৫২. এরপর বেহার দিন ঠিক হয়া গেল। বেহার দিন ঠিক করে কানদুয়া ছনছনির বাড়ি গেল।

৫৩. ছনছনির প্রবেশ - কানদুয়া হ্যাবলাক নিয়া হাতি সাহার বাড়ি গেল।

৫৪. বিনত মাস্টারের প্রবেশ - বিনত মাস্টার হাতি সাহার বাড়ি যায়া কহিল মামা সতী ইসকুল যাছে না কেনে। হাতি সাহা কহিল সতী ইসকুলত যাবে না। কেনে না সতীক হামরা বেহা দিয়াই। বিনত মাস্টার কহিল মামা, মামী বাড়িত ছ্যা, ডাকদে। মাস্টার মামির সাতত কাথা কহে হ্যাবলাক মারার জন্যে বিষ দিল। মাস্টার মামিক বিষের শিশি দিয়া চলে গেল।

৫৫. ছনছনির প্রবেশ - ছনছনি হ্যাবলাক ডাকে শ্বশুর বাড়ি যাত্রা সালামি পাঠায়ে দিলে।

৫৬. হ্যাবলার গান - কাঙে নিছু দহি চূড়া আর মিষ্টির হাঁড়ি। শ্বশুর বাড়ি যাছুরে মুই যাত্রা সালামি। ওনা মোর শ্বশুরের নাম হাতি সাহা। মোর নাম হ্যাবলা। শ্বশুরবাড়ি যাছুরে মুই সালামি খাবা।

৫৭. হাতি সাহার গান - জুয়াইয়ের বাড়ি ও নদারী যাছু বেড়াবা। বাড়ি ঘরলা ও নদারী তার জিমা। ওনা ছট থাকি মানুষ করিনু দিনু নদারী বেহায়া। জুয়াইর বাড়ি ও নদারী যাছু বেড়াবা।

৫৮. নদারীর গান - ওনা হঠাৎ করিয়া স্বামী কি কাম করিলেন। মাইটাক বেহালেন। মাইটাক বেহায়া স্বামী সাগরে ভাসালেন। ওনা কার কাথাতে ওহে স্বামী বরঘর না দেখিলেন। মাইটাক বেহালেন।

৫৯. সতীর মা ও হাতি সাহার কথোপকথন - সতীর মা আর হাতি সাহা কাথা কহতে কহতে সতী আর হ্যাবলা চলে আসিল। সতীর মা বেটা গণ্ডোগোলক ডাক দিয়ে জুয়াইক ঘরত নি যাবা কহিল।

৬০. নদারীর গান - ওরে বাদে ওগে বেটি কান্দেছে মোর মন। দিবা নিশি মন কান্দেছে ঝুরে দুই নয়ন। ও বেটি তোর কপাল পড়া বেটি কী হোবে কয়া। দিবা নিশি মন কান্দেছে আজলাটাক দেখিয়া।

৬১. সতীর গান - যা ছিল কপালত মাগে দুষিয়া কী হোবে। আজেলা সুয়ামি মাগে ছিল মোর কপালে। ওনা নিন্দা বরয় নিন্দা কলঙ্ক হোবে মা মোর জীবন ভরি। সবায় কহিবে মাগে মোক ভাতার ছারি।

৬২. সতীর মা - সতীর মা কহিল নেদি তোক মুই ছাড়বার কাথা কহুং কেনি। তাহায় তুই বুঝিবা পারিলু মোক ছাড়িবা কহচে। তে বেটি ছাড়িবা না হয় বেটি, হ্যাবলাক না বিষ খিলাবা হোবে বেটি।

৬৩. সতীর গান - আজি ঐ রকম করিয়া মাগে না দুষেন মোকে। ও মোর মায়োগে। দোষ করিবা মাগে দুষেছেন মোকে। ওনা ধর্ম্ম কর্ম্ম গাছের ফল নয় মাগে তুলিয়া পাওয়া যায়। ও মোর মায়োগে সব দেখিয়া ছ্যা উপায় ভগবান।

৬৪. সতীর কাথা - সতী হ্যাবলার কাছত গেল। আর কহে দিলে না খাবার খাবা।

৬৫. হ্যাবলার গান - ওনা মোর মাথা খাবুরে কইনা। মকে ছাড়িলে ও মোর কইনারে মোক ছাড়িয়া কইনা খাবু কার ঘরে। ওনা ভগবানটায় এতয় নীলা। তোক দিয়া হইল বেহা। ও মোর কইনারে। মুই মরিলে কইনা খাবু কার ঘরে।

৬৬. সতীর মা দুই কাপ চা নিয়ে বেটা গণ্ডোগোলের কাছে নিয়ে গেল। সতীর মা বলল দুই কাপ চায়ের মধ্যে এক কাপ চা বিষ মাখানো, আর এক কাপ চা বিষ ছাড়া। বিষ মাখানো চা হ্যাবলাকে দিতে বলল এবং বিষ ছাড়া চা নিজেকে খেতে বলল। কিন্তু বেটা গণ্ডোগোল হ্যাবলার কাছে চা নিয়ে যাওয়ার সময় দুই কাপের চা গোলমাল করে দেওয়ায় বিষ মাখানো চা গণ্ডোগোল নিজে খায় এবং বিষ ছাড়া চা হ্যাবলা খায়। বিষ মিশানো চা খেয়ে গণ্ডোগোল মারা যায়। এর ফলে সতীর মা ও বাবা হাতি সাহা প্রচণ্ড কান্নাকাটি করে।

৬৭. হাতি সাহার গান - ওনা কি হইলো কি হইলো। বিধি মোর কী হইল। ও মোর বেটারে। ছাড়িয়া না গেলু বেটা দারুণ শোক দিয়ে। ওনা ছটতে ত্যা মানুষ কনু বেটা। ও মোর বেটারে। ছাড়িয়া না গেলু বেটা দারুণ শোক দিয়ে।

৬৮. সতীর প্রবেশ।

৬৯. গণ্ডোগোলের বিষ মিশানো চা আগ্রহ সহকারে খুব সামান্য মুখে দেওয়ায় হ্যাবলা ছটফট করে ও চিৎকার করে। এরপর ডাক্তার এসে ঔষধ খাইয়ে হ্যাবলাকে সুস্থ করে তোলে।

৭০. হ্যাবলার গান - ও মোর আনধার হইলে কইনা তুই গেলু কুনঠি। ও মোর কইনারে। বিযে পারান মোর না বাঁচে আজি। ওনা তরে বাদে ওরে সতী খিলালে বিষজুরি। ও মোর নদারী বিযে পারান মোর না বাঁচে আজি।

৭১. হ্যাবলা বাড়ির পথে রওনা হয়।

৭২. চৌকিদারের গান - মুই হনু বিশাসি চৌকিদার করেছু চাকরি। চোর-ডাকাত ধরা পালে মুই ত ছাড়িম নি। ওনা শান্তি কুমিটির আইন হয়াছে জারি। নাম রাখেছে কমপালসারি। চোর ডাকাত ধরা পালে মুই ত ছাড়িম নি।

(চৌকিদারের প্রস্থান)

৭৩. হ্যাবলা বাড়ির দিকে রওনা হলে বিনত মাস্টার তাঁর পিছন পিছন ছুটতে রাস্তায় হ্যাবলার পেটে ছুরি মারে। এবার হ্যাবলার চিৎকারে চৌকিদার দৌড়ে এসে বিনত মাস্টারকে ধরে ফেলে।

৭৪. হ্যাবলাকে সাহায্য করার জন্য সতীর গান - ওনা কিছু সাহায্য কর বাবা এহি বিপদে। বলি বাবা গো। এই বিপদে বাঁচাও আমারে। ওনা তোমরায় মোর মাতা-পিতা। তোমরায় মোর আপন। বলি বাবা গো। এই বিপদ কালে বাঁচাও স্বামী ধন।

৭৫. সতী হ্যাবলাকে ঔষধ খাইয়ে ভালো করল।

৭৬. হ্যাবলার গান - ওনা তুই না হইলে ওরে কইনা গেলয় মোর জীবন। ও মোর কইনারে। জীবন বাঁচালু কইনা আধেক রাস্তাতে। ওনা ভগবানটর এতয় নীলা। কইনা তোক দিয়া হইল বেহা । ও মোর কইনারে। জীবন বাঁচালু কইনা মোর ভোর নিশি রাতে।

৭৭. মাস্টার চৌকিদারের হাত থেকে পালিয়ে গেল। চৌকিদার থানায় খবর দিল।

৭৮. চৌকিদারের হাত থেকে পালিয়ে মাস্টার বাড়িতে এসে নীরব হয়ে থাকে। তাঁর স্ত্রী সুমিত্রার সঙ্গে কথাই বলছে না।

৭৯. সুমিত্রার গান - কী হয়াছে ওগো স্বামী। আজি তুমারে কেন না কহেন কাথা। ওনা কাথা কহ খুলায়া। কাথা কহ না খুলায়া। খুলায়া না কইলে কাথা বুঝিবায় পারিম না।

৮০. মাস্টারের গান - কী শুনিব রে সুমিত্রা মোর দুখের কাথা। মাডার করিলাম লোভে পড়িয়া। ওনা সতী দেবীকে পাইবার আসে। মাডার করিলাম আমি হ্যাবলাকে। মাডার করিতে রে মোক চকিদার দেখেছে।

৮১. এমন সময় পুলিশ এসে মাস্টারকে গ্রেফতার করল। মাস্টারকে থানায় নিয়ে গিয়ে কোর্টে পাঠানো হল। কোর্টে বিচার শুরু হল।

৮২. সতীর গান - ওনা পায় ধরিয়া মেজবাবু বলি তুমারে। মেজবাবু হে। মাতায় করিতে বলে দতীয় বিয়ে। ওনা মাতা পিতায় দিয়াছে বেহা। সুয়ামি মোর আজেলা। মেজবাবুহে। মাতায় করিতে বলে দতীয় বিয়ে।

৮৩. এবার সকলের মুখের কথা শুনে বিচারক মাস্টারকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দেন।

শব্দার্থ ঃ দুংনা - দুই, আন্ধাবারা - রান্না সম্পূর্ণ হওয়া, সিনান - স্নান, পারোই- মালিক, আটকুড়া - সন্তানহীন, এজেসটারি - রেজিস্ট্রি, জানতনা - যন্ত্রণা, ঠাটা - ঠাট্টা, ঘসনা - ঘোষণা, হাতিস - শপথ, ঝাপোয়া - মুখে আসে না, সাজিয়ান - সেজে, আণ্ডি - বিধবা, ভোকে - ক্ষুধায়, ডাঙাই - প্রহার, পারান - প্রাণ, বারঘোরিয়া - বর, মাইটাক - কন্যাকে, আজেলা - অলস, নদারী - বউ, দতীয় - দ্বিতীয়।

*পালা সমাপ্ত*

(তথ্যদাতা ঃ ক্ষিতীশ সরকার (৬৫), গ্রাম - মঙ্গলদহ,
থানা - কালিয়াগঞ্জ, জেলা - উত্তর দিনাজপুর।)

****

## ছ. তথ্যদাতা

ক্ষেত্রসমীক্ষায় যাঁদের অকৃত্রিম সাহায্য পেয়েছি এবং যাঁদের নিকট থেকে মৌখিক ভাষাগত উপাদান ও বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করেছি তাঁদের নাম, বয়স, ঠিকানা ও সাক্ষাতের তারিখ নিম্নে দেওয়া হল —

১. বনিরাম বর্মণ (৭০), গ্রাম - মধুপুর, থানা - রায়গঞ্জ, জেলা - উত্তর দিনাজপুর, তারিখ - ১৯.১০.২০০৬।

২. অমল বর্মণ (৪৮), গ্রাম - আদিয়ার, থানা - রায়গঞ্জ, জেলা - উত্তর দিনাজপুর, তারিখ - ০৪.০৯.২০০৭।

৩. কাশীনাথ বর্মণ (৬০), গ্রাম - বস্তর, থানা - রায়গঞ্জ, জেলা - উত্তর দিনাজপুর, তারিখ - ০৪.০৯.২০০৭।

৪. খগেন বর্মণ (৬১), গ্রাম - লোহাগাড়া, থানা - রায়গঞ্জ, জেলা - উত্তর দিনাজপুর, তারিখ - ০৩.০২.২০০৭।

৫. সরল দেবশর্মা (৩৯), গ্রাম - আটিয়া, থানা - কালিয়াগঞ্জ, জেলা - উত্তর দিনাজপুর, তারিখ - ১৫.০৯.২০০৭।

৬. জগেন বর্মণ (৬৫), গ্রাম - সোনাডাঙি, থানা - রায়গঞ্জ, জেলা - উত্তর দিনাজপুর, তারিখ - ২৩.১২.১৯৯৬।

৭. শঙ্কর বর্মণ (৬৫), গ্রাম - রাঙাপোখর, থানা - রায়গঞ্জ, জেলা - উত্তর দিনাজপুর, তারিখ - ১২.১২.১৯৯৬।

৮. সদরু বর্মণ (৭০), গ্রাম - লক্ষ্মীপুর, থানা - কালিয়াগঞ্জ, জেলা - উত্তর দিনাজপুর, তারিখ - ১৪.০৪.২০০৫।

৯. ভদ্র দেবশর্মা (৬১), গ্রাম - মঙ্গলদহ, থানা - কালিয়াগঞ্জ, জেলা - উত্তর দিনাজপুর, তারিখ - ২৮.০৩.২০০৯।

১০. নীলা বর্মণ (৬০), গ্রাম - সোনাডাঙি, থানা - রায়গঞ্জ, জেলা - উত্তর দিনাজপুর, তারিখ - ১৬.০১.১৯৯৭।

১১. গয়ালাল দেবশর্মা (১৮), ভটারু দেবশর্মা (১৭), গ্রাম - মধুপুর, থানা - কালিয়াগঞ্জ, জেলা - উত্তর দিনাজপুর, তারিখ - ০২.১১.২০০৫।

১২. কান্তি দেবশর্মা (৪০), মানিক দেবশর্মা (৩৫), নখিন দেবশর্মা (৪০), বাবলু দেবশর্মা (৩৫), গ্রাম - মঙ্গলদহ, থানা - কালিয়াগঞ্জ, জেলা - উত্তর দিনাজপুর, তারিখ - ০৪.০১.২০০৭।

১৩. আশা বর্মণ (৪৫), গ্রাম - সোনাডাঙি, থানা - রায়গঞ্জ, জেলা - উত্তর দিনাজপুর, তারিখ - ১৬.০১.১৯৯৭।

১৪. ডলি বর্মণ (৪০), চিন্তা বর্মণ (৪০), গ্রাম - মধুপুর, থানা - রায়গঞ্জ, জেলা - উত্তর দিনাজপুর, তারিখ - ১৯.১০.২০০৬।

১৫. শঙ্কর দাস (৫৫), গ্রাম - লোজগ্রাম, থানা - রায়গঞ্জ, জেলা - উত্তর দিনাজপুর, তারিখ - ০১.০৭.২০০৭।

১৬. প্রফুল্ল বর্মণ (৫১), গ্রাম - কৃষ্ণবাটী, থানা - হেমতাবাদ, জেলা - উত্তর দিনাজপুর, তারিখ - ২৯.১২.২০০৯।

১৭. ভূপাল বর্মণ (৬০), গ্রাম - সোনাডাঙি, থানা - রায়গঞ্জ, জেলা - উত্তর দিনাজপুর, তারিখ - ২৩.১২.১৯৯৬।

১৮. ক্ষিতীশ সরকার (৬৫), গ্রাম - মঙ্গলদহ, থানা - কালিয়াগঞ্জ, জেলা - উত্তর দিনাজপুর, তারিখ - ২৫.১২.২০০৮।

১৯. ভুবন সরকার (৭০), গ্রাম - গোলইসুরা, থানা - রায়গঞ্জ, জেলা - উত্তর দিনাজপুর, তারিখ - ০৪.০৪.১৯৯৬।

২০. হাজারু মণ্ডল (৭০), গ্রাম - গোলইসুরা, থানা - রায়গঞ্জ, জেলা - উত্তর দিনাজপুর, তারিখ - ০২.০১.২০০৯।

২১. জীতেন রায় (৫০), গ্রাম - হরিগ্রাম, থানা - রায়গঞ্জ, জেলা - উত্তর দিনাজপুর, তারিখ - ০২.০১.২০০৯।

২২. ব্রজেন্দ্রনাথ সরকার (৫৫), গ্রাম - কৃষ্ণবাটী, থানা - হেমতাবাদ, জেলা - উত্তর দিনাজপুর, তারিখ - ২৯.১২.২০০৯।

২৩. নিতু দাস (৭০), গ্রাম - বন্দর হাঁড়ি পাড়া, থানা - রায়গঞ্জ, জেলা - উত্তর দিনাজপুর, তারিখ - ০৪.০১.২০০৭।

২৪. ভবেন সিং (৬০), গ্রাম - পুরগ্রাম, থানা - কালিয়াগঞ্জ, জেলা - উত্তর দিনাজপুর, তারিখ - ২৩.০৬.২০০৭।

২৫. দিলীপ দাস (৫৫), গ্রাম - বন্দর ডোমপাড়া, থানা - রায়গঞ্জ, জেলা - উত্তর দিনাজপুর, তারিখ - ০৪.০১.২০০৭।

২৬. সুবল দেবশর্মা (৬০), গ্রাম - ভেউর, থানা - কালিয়াগঞ্জ, জেলা - উত্তর দিনাজপুর, তারিখ - ২১.০৬.২০০৫।

২৭. আবদুল কাদের (৬৫), গ্রাম - পীরগাছি, থানা - রায়গঞ্জ, জেলা - উত্তর দিনাজপুর, তারিখ - ১২.০১.২০০৮।

২৮. শঙ্কর সরকার (৪৫), গ্রাম - কাছনা, থানা - কালিয়াগঞ্জ, জেলা - উত্তর দিনাজপুর, তারিখ - ১৬.০৯.২০০৭।

২৯. কতুবুদ্দিন আনসারি (৫৬), গ্রাম - দুবরা, থানা - করণদিঘি, জেলা - উত্তর দিনাজপুর, তারিখ - ০৪.১০.২০০৯।

৩০. বিজয় সরকার (৪২), গ্রাম - বিদিশৈল, থানা - হেমতাবাদ, জেলা - উত্তর দিনাজপুর, তারিখ - ২৯.১২.২০০৮।

৩১. সুরথ সরকার (৪১), গ্রাম - মঙ্গলদহ, থানা - কালিয়াগঞ্জ, জেলা - উত্তর দিনাজপুর, তারিখ - ০৬.১০.২০০৯।

৩২. রাজেন রায় (৭০), গ্রাম - মহারাজা, থানা - রায়গঞ্জ, জেলা - উত্তর দিনাজপুর, তারিখ - ২৮.১২.২০০৮।

৩৩. প্রমিলা বর্মণ (৪৫), গ্রাম - সোনাডাঙি, দীপালি বর্মণ (৫৫), গ্রাম - সোনাডাঙি, থানা - রায়গঞ্জ, জেলা - উত্তর দিনাজপুর, তারিখ - ১৬.০১.১৯৯৭।

৩৪. রবীন্দ্রচন্দ্র দাস (৩৪), গ্রাম - রামগঞ্জ, থানা - চোপরা, জেলা - উত্তর দিনাজপুর, তারিখ - ০৬.১১.২০০৫।

৩৫. হদুরাম সরকার (৬১), গ্রাম - মঙ্গলদহ, থানা - কালিয়াগঞ্জ, জেলা - উত্তর দিনাজপুর, তারিখ - ২৮.১২.২০০৬।

৩৬. বনমালী বর্মণ (৬১), গ্রাম - সিজগ্রাম, থানা - রায়গঞ্জ, জেলা - উত্তর দিনাজপুর, তারিখ - ২০.১১.২০০৪।

৩৭. রঙিল বর্মণ (২৭), গ্রাম - আগবাখর, থানা - রায়গঞ্জ, জেলা - উত্তর দিনাজপুর, তারিখ - ১৪.০১.১৯৯৬।

৩৮. ক্ষিতীশ রায় (৫৫), গ্রাম - ডালিমগাঁ, থানা - কালিয়াগঞ্জ, জেলা - উত্তর দিনাজপুর, তারিখ - ২৮.০৩.২০০৯।

৩৯. বাদল দাস (৬০), গ্রাম - বন্দর হাঁড়িপাড়া, থানা - রায়গঞ্জ, জেলা - উত্তর দিনাজপুর, তারিখ - ০৬.১১.২০০৫।

৪০. শিবপ্রসাদ রায়চৌধুরী (৬০), গ্রাম - ভূপালপুর, থানা - ইটাহার, জেলা - উত্তর দিনাজপুর, তারিখ - ০২.০৪.২০০৪।

৪১. মৌলনা রেজাজুদ্দিন আনসারি (৫০), গ্রাম - খিকিরটোলা, থানা - করণদিঘি, জেলা - উত্তর দিনাজপুর, তারিখ - ০৪.১০.২০০৯।

৪২. নিত্যগোপাল দাস (৩৭), গ্রাম - খিকিরটোলা, থানা - করণদিঘি, জেলা - উত্তর দিনাজপুর, তারিখ - ০৪.০১.২০০৫।

৪৩. সুপালচন্দ্র রায় (৪৫), গ্রাম - সরুন, থানা - ইটাহার, জেলা - উত্তর দিনাজপুর, তারিখ - ০৪.১০.২০০৯।

৪৪. মনোজ মালাকার (৩৫), গ্রাম - টুঙ্গুল বিলপাড়া, থানা - কালিয়াগঞ্জ, জেলা - উত্তর দিনাজপুর, তারিখ - ১৫.১০.২০০৮।

৪৫. যদুনাথ সরকার (৫১), গ্রাম - সোনাহার, থানা - কালিয়াগঞ্জ, জেলা- উত্তর দিনাজপুর, তারিখ - ১৫.১০.২০০৮।

৪৬. কদুয়া মালি (৬১), গ্রাম - সিঙাতদহ, থানা - করণদিঘি, জেলা - উত্তর দিনাজপুর, তারিখ - ০৭.১০.২০০৯।

৪৭. পচকটু দেবশর্মা (৫১), গ্রাম - চান্দোল, থানা - কালিয়াগঞ্জ, জেলা - উত্তর দিনাজপুর, তারিখ - ২৬.৭.২০১০।

৪৮. মানিক রায় (৪১), গ্রাম - কুনোর হাটপাড়া, থানা - কালিয়াগঞ্জ, জেলা - উত্তর দিনাজপুর, তারিখ - ০২.১২.২০০৫।

৪৯. বদশ বর্মণ (৫০), গ্রাম - বোচাডাঙি, থানা - কালিয়াগঞ্জ, জেলা - উত্তর দিনাজপুর, তারিখ - ১২.০৯.২০১০।

৫০. সুবলচন্দ্র বর্মণ (৬০), গ্রাম - লক্ষ্মীপুর, থানা - কালিয়াগঞ্জ, জেলা - উত্তর দিনাজপুর, তারিখ - ০৩.০৭.২০১১।

৫১. ফরদালি বর্মণ (৫১), গ্রাম - ধুসমল, থানা - রায়গঞ্জ, জেলা - উত্তর দিনাজপুর, তারিখ - ১৩.০৬.২০১১।

৫২. সুশীল সিং (৭১), গ্রাম - ডুমরাডাঙি, থানা - করণদিঘি, জেলা - উত্তর দিনাজপুর, তারিখ - ১৯.০৬.২০১১।

৫৩. আনন্দ রায় (৫১), গ্রাম - ডালিমগাঁ, থানা - কালিয়াগঞ্জ, জেলা - উত্তর দিনাজপুর, তারিখ - ২৬.০৬.২০১১।

৫৪. সুধীর রায় (৪৫), গ্রাম - চকলক্ষ্মী, থানা - কালিয়াগঞ্জ, জেলা - উত্তর দিনাজপুর, তারিখ - ২৬.০৬.২০১১।

৫৫. নিমাই সরকার (৪৪), গ্রাম - দুর্গাপুর, থানা - কুশমণ্ডি, জেলা - দক্ষিণ দিনাজপুর, তারিখ - ০৩.১১.২০০৭।

৫৬. সুপালচন্দ্র সরকার (৬৫), গ্রাম - দেউল, থানা - কুশমণ্ডি, জেলা - দক্ষিণ দিনাজপুর। তারিখ - ১১.০৪.২০০৫।

৫৭. সুদেব রায় (৪৮), গ্রাম - ডাঙি পাড়া, থানা - গঙ্গারামপুর, জেলা - দক্ষিণ দিনাজপুর, তারিখ - ০৪.১২.২০০৭।

৫৮. প্রবীর সরকার (৪১), গ্রাম - মহিষবাথান, থানা - কুশমণ্ডি, জেলা - দক্ষিণ দিনাজপুর, তারিখ - ২৫.১২.২০০৮।

৫৯. রসেন সরকার (৪১), গ্রাম - দেউল, থানা - কুশমণ্ডি, জেলা - দক্ষিণ দিনাজপুর, তারিখ - ০৪.০১.২০০৭।

৬০. শঙ্কর সরকার (৬১), গ্রাম - রুয়ানগর, থানা - কুশমণ্ডি, জেলা - দক্ষিণ দিনাজপুর, তারিখ -০৭.০১.২০০৫।

৬১. খুশি সরকার (৫৪), গ্রাম - উষাহরণ, থানা - কুশমণ্ডি, জেলা - দক্ষিণ দিনাজপুর, তারিখ - ১৫.০৭.২০১১।

৬২. আকুলাবালা সরকার (৫৫), গ্রাম - মহিষবাথান, থানা - কুশমণ্ডি, জেলা - দক্ষিণ দিনাজপুর, তারিখ - ১১.০৪.২০০৫।

৬৩. রঘুনাথ সরকার (২৫), গ্রাম - বাসুদেবপুর, থানা - কুশমণ্ডি, জেলা - দক্ষিণ দিনাজপুর, তারিখ - ৩০.১০.১৯৯৭।

৬৪. সীমন্ত সরকার (৬০), গ্রাম - খুনিয়াডাঙি, থানা - কুশমণ্ডি, জেলা - দক্ষিণ দিনাজপুর, তারিখ - ১১.০৪.২০০৫।

৬৫. রমণীকান্ত সরকার (৬০), গ্রাম - খুনিয়াডাঙি, থানা - কুশমণ্ডি, জেলা - দক্ষিণ দিনাজপুর, তারিখ - ১১.০৪.২০০৫।

৬৬. মলিন সরকার (৬৫), গ্রাম - খাগাইল, থানা - কুশমণ্ডি, জেলা - দক্ষিণ দিনাজপুর, তারিখ - ০৯.০৪.২০০৫।

৬৭. ক্যাকারু সরকার (৬০), গ্রাম - খুনিয়াডাঙি, থানা - কুশমণ্ডি, জেলা- দক্ষিণ দিনাজপুর, তারিখ - ০৪.১১.২০০৫।

৬৮. টুনু সরকার (৬৫), গ্রাম - মহিষবাথান, থানা - কুশমণ্ডি, জেলা - দক্ষিণ দিনাজপুর, তারিখ - ১৪.১০.২০০৮।

৬৯. নীরেন রায় (৩৩), গ্রাম - ডিকুল, থানা - গঙ্গারামপুর, জেলা - দক্ষিণ দিনাজপুর, তারিখ - ০৩.১১.২০০৭।

৭০. নগেন সরকার (৬০), গ্রাম - দিনোর, থানা - কুশমণ্ডি, জেলা - দক্ষিণ দিনাজপুর, তারিখ - ১১.১২.২০০৫।

৭১. নিবাসচন্দ্র রায় (৩৫), গ্রাম - যাদববাটী, থানা - গঙ্গারামপুর, জেলা- দক্ষিণ দিনাজপুর, তারিখ - ১৫.০৭.২০১১।

৭২. জিতেন রায় (৫৫), গ্রাম - দেউল বাড়ি, থানা - বংশীহারী, জেলা - দক্ষিণ দিনাজপুর, তারিখ - ১৫.০৭.২০১১।

৭৩. ধরণী রায় (৪০), গ্রাম - শিহল, থানা - বংশীহারী, জেলা - দক্ষিণ দিনাজপুর, তারিখ - ১৫.০৭.২০১১।

৭৪. খগেন সরকার (৪০), গ্রাম - খাগাইল, থানা - কুশমণ্ডি, জেলা - দক্ষিণ দিনাজপুর, তারিখ - ১২.০১.২০০৮।

৭৫. স্বপন চৌধুরী (৬০), গ্রাম - হোসেনপুর, থানা - বালুরঘাট, জেলা - দক্ষিণ দিনাজপুর, তারিখ - ০৮.১২.২০০৮।

৭৬. সুকুমার নন্দী (৫৮), গ্রাম - পতিরাম, থানা - বালুরঘাট, জেলা - দক্ষিণ দিনাজপুর, তারিখ - ০৭.১২.২০০৮।

৭৭. জীতেন সরকার (৬৫), গ্রাম - উদয়পুর, থানা - কুশমণ্ডি, জেলা - দক্ষিণ দিনাজপুর, তারিখ - ২৫.১২.২০০৯।

৭৮. বিনয় বাগচী (৬৮), গ্রাম - বাঘট, থানা - তপন, জেলা - দক্ষিণ দিনাজপুর, তারিখ - ১৩.১২.২০০৮।

৭৯. রতন সিংহ (৪৫), গ্রাম - আমিনপুর, বিশ্বনাথ সিংহ (৫১), গ্রাম - আমিনপুর, থানা - কুশমণ্ডি, জেলা - দক্ষিণ দিনাজপুর, তারিখ - ২৫.১২.২০০৯।

৮০. অশেন সরকার (৬১), গ্রাম - দেউল, থানা - কুশমণ্ডি, জেলা - দক্ষিণ দিনাজপুর, তারিখ - ২৭.১২.২০০৬।

৮১. দানেশ্বর সরকার (৬০), গ্রাম - সিন্দুরমুছি, থানা - কুশমণ্ডি, জেলা - দক্ষিণ দিনাজপুর, তারিখ - ২৮.১২.২০০৬।

৮২. নরেন্দ্রনাথ সরকার (৬৮), গ্রাম - হাঁসনগর, থানা - কুশমণ্ডি, জেলা- দক্ষিণ দিনাজপুর, তারিখ - ২৩.০৮.২০০৮।

৮৩. অমল সরকার (৩৮), গ্রাম - খাগাইল, থানা - কুশমণ্ডি, জেলা - দক্ষিণ দিনাজপুর, তারিখ - ২৮.১২.২০০৯.

৮৪. খগেন দেবশর্মা (৩৮), গ্রাম - খাগাইল, থানা - কুশমণ্ডি, জেলা - দক্ষিণ দিনাজপুর, তারিখ - ১০.০১.২০০৯।

৮৫. চৈতন্য সরকার (৫১), গ্রাম - পাটন, থানা - গঙ্গারামপুর, জেলা - দক্ষিণ দিনাজপুর, তারিখ - ২৭.১০.২০০৭।

৮৬. দ্বিজেন্দ্রনাথ রায় (৬১), গ্রাম - দোলবাড়ি, থানা - কুশমণ্ডি, জেলা - দক্ষিণ দিনাজপুর, তারিখ - ১৫.০৭.২০১১।

৮৭. দরেন রাজবংশী (৫১), গ্রাম - কাঁঠালবাড়ি, থানা - কুশমণ্ডি, জেলা- দক্ষিণ দিনাজপুর, তারিখ - ১৫.০১.২০০৬।

৮৮. ধীরেন রায় (৫০), গ্রাম - সুতইল, থানা - তপন, জেলা - দক্ষিণ দিনাজপুর, তারিখ - ১১.০৪.২০০৯।

৮৯. পরেশ রায় (৫৫), গ্রাম - বোতলপুর, থানা - বংশীহারী, জেলা - দক্ষিণ দিনাজপুর, তারিখ - ২৮.০৩.২০০৯।

৯০. সাগর সরকার (২০), গ্রাম - মহিষবাথান, থানা - কুশমণ্ডি, জেলা - দক্ষিণ দিনাজপুর, তারিখ - ২৮.০৩.২০০৯।

৯১. অভিনাশ বর্মণ (৫০), গ্রাম - বুড়িনগর, থানা - গঙ্গারামপুর, জেলা - দক্ষিণ দিনাজপুর, তারিখ - ০৯.০১.২০০৯।

৯২. যামিনী মুর্মু (৫৫), গ্রাম - বেতাহার, থানা - কুশমণ্ডি, জেলা - দক্ষিণ দিনাজপুর, তারিখ - ২৬.১২.২০০৯।

৯৩. খগেন সরকার (৭৫), গ্রাম - ডাকরা, থানা - বালুরঘাট, জেলা - দক্ষিণ দিনাজপুর, তারিখ - ০৮.১২.২০০৮।

৯৪. জামালুদ্দিন চৌধুরী (৫৫), গ্রাম - ডামুরিয়া, থানা - বংশীহারী, জেলা - দক্ষিণ দিনাজপুর, তারিখ - ২৮.১২.২০০৯।

৯৫. দীপঙ্কর দাস লাহা (৪১), গ্রাম - বিনশিরা, থানা - হিলি, জেলা - দক্ষিণ দিনাজপুর, তারিখ - ১৩.০৭.২০১০।

৯৬. কালীপদ চক্রবর্তী (৫১), গ্রাম - পাগলিগঞ্জ, থানা - বালুরঘাট, জেলা - দক্ষিণ দিনাজপুর, তারিখ - ০১.০১.২০০৯.

৯৭. সৈয়দ মান্নান আলি শাহ ফকির (৪৮), গ্রাম - ধলদিঘি, থানা - গঙ্গারামপুর, জেলা - দক্ষিণ দিনাজপুর, তারিখ - ১১.০২.২০০৮।

৯৮. মহেন সরকার (৫৫), গ্রাম - দেউল, থানা - কুশমণ্ডি, জেলা - দক্ষিণ দিনাজপুর, তারিখ - ১১.০৪.২০০৫।

৯৯. সরবু সরকার (৮০), গ্রাম - মোস্তল, থানা - কুশমণ্ডি, জেলা - দক্ষিণ দিনাজপুর, তারিখ - ০৩.০১.২০১০।

১০০. শ্রীচরণ রাজবংশী (৬৫), গ্রাম - কাঁঠালপাড়া, থানা - কুশমণ্ডি, জেলা - দক্ষিণ দিনাজপুর, তারিখ - ০৪.১১.২০০৫।

১০১. বুদা দেবশর্মা (৫০), গ্রাম - দেউল, থানা - কুশমণ্ডি, জেলা - দক্ষিণ দিনাজপুর, তারিখ - ১২.০৯.২০১০।

__________****__________